যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৫ এএম

শিক্ষাঙ্গন

জাকসু নির্বাচনে আচরণবিধি ভাঙছে প্রার্থীরা

জাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৩২ পিএম

দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ প্রতিদিনই বাড়ছে।

নির্বাচনি আচরণবিধির ৭(গ) ধারায় বহিরাগতদের নির্বাচনি প্রচারণায় নিষিদ্ধ করা হলেও প্রচারণায় প্রার্থীদের পক্ষে সাবেক শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রচারণা করতে দেখা গেছে।

সরেজমিন দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দোকান, ক্যাফেটেরিয়া, রিকশা, এমনকি আবাসিক হলের প্রহরীর টেবিলেও পোস্টার ও লিফলেট সাঁটানো হয়েছে। নির্ধারিত মাপ অমান্য করে বড় আকারের পোস্টার ব্যবহার, অন্য প্রার্থীর পোস্টারের ওপর নিজের পোস্টার লাগানো ও পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা—এসবই দৃশ্যমান। অথচ আচরণবিধিতে দেয়াল পোস্টারিং, বিদ্যুতের খুঁটি বা গাছে পোস্টার লাগানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আচরণবিধি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদের প্রার্থীরা সর্বোচ্চ ৭ হাজার টাকা এবং হল সংসদের প্রার্থীরা সর্বোচ্চ ৪ হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন। কিন্তু অভিযোগ আছে, কিছু প্রার্থী ১০-২০ হাজার লিফলেট ছাপিয়েছেন, যার ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৫-২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। প্রতিদিন সমর্থকদের খাবার, চা-নাশতায় ব্যয় হচ্ছে কয়েক হাজার টাকা।

জিএস পদপ্রার্থী জাহিদুল ইসলাম ইমন বলেন, অনেক প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রচারণা শুরু করেছেন। আমরা অভিযোগ দিয়েছি, কিন্তু প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। এতে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছি এবং সেগুলো নিয়ে কাজ করছি। লোকবল সীমিত থাকায় প্রশাসনের সহযোগিতা নিচ্ছি। শিগগিরই বৈঠক করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হল সংসদে সর্বাধিক ৫৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মীর ফেরদৌস হোসেন স্বাক্ষরিত তালিকা অনুযায়ী—ভিপি পদে ৫ জন, জিএস পদে ৬ জন, এজিএস পদে ৪ জন, সাহিত্য সম্পাদক ৫

জন, রিডিং রুম সেক্রেটারি ৪ জন, কমনরুম সেক্রেটারি ৪ জন, ডাইনিং ও ক্যান্টিন সম্পাদক ৫ জন, স্বাস্থ্য সম্পাদক ৩ জন, সমাজসেবা সম্পাদক ৫ জন, নাটক সম্পাদক ১ জন, ক্রীড়া সম্পাদক ৪ জন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ৪ জন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রার্থীদের সরাসরি রুমে এসে পরিকল্পনা জানানোয় তাদের বিচার করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সিয়াম বলেন, আমরা প্রার্থীদের পরিকল্পনা জানতে পারছি, এতে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হচ্ছে।

তানভীর আহমেদ বলেন, প্রার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমজমাট হবে। তবে আমরা চাই নির্বাচিতরা যেন সত্যিই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কাজ করেন।

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রায় ৩৩ বছর পর গণতান্ত্রিক চর্চার নতুন দ্বার উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। তবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রশাসনের কার্যকর নজরদারি ও নির্বাচনি আচরণবিধির কঠোর প্রয়োগই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।